পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অর্থ বছর: ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ, ফেনী

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪

দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ

বাণী

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জনঅংশগ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এই প্রত্যয় ৩টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যয় ৩ টি যখন এক সূত্রে একটি চক্র হিসেবে কাজ কওে তখন উন্নয়ন হয় টেকসই। মনে রাখতে হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। যার একপাশে অবস্থান করে জনঅংশগ্রহণ এবং অন্য পাশে বাস্তবায়ন। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহণ যা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের প্রত্যাশার সন্তোষজনক সমাপ্তি সম্ভব।

দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। চলমান বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও উপজেলা পরিষদের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। আমি আশা করি প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নও জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) বই প্রণয়নে দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ এবং প্রশাসনের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জেলা প্রশাসক, ফেনী

বাণী

স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের সহায়তায় দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ফেনী জেলার সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমী (এনএপিডি) ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট(বিআইএম) এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করতে পেরেছে যা পরিষদের সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনে একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। উপজেলা পরিষদকে একটি সেবাধর্মী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকাশনা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের আওতায় উপজেলা হিসেবে দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ প্রকল্পের দিকনির্দেশনা তথা উপজেলা পরিষদ আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারন মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে- এ আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি,সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ উদ্যোগ নোয়াখালীর অন্যান্য উপজেলা পরিষদকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপ-পরিচালক
স্থানীয় সরকার, ফেনী

❖ উপদেষ্টা

জনাব মেজর জেনারেল অব. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী
মাননীয় সংসদ সদস্য,
২৬৭, ফেনী-০৩।

❖ সম্পাদনায়

মো: দিদারুল কবির
উপজেলা চেয়ারম্যান
দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ, ফেনী

নাহিদা আক্তার তানিয়া
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ, ফেনী

❖ সহযোগিতায়

মো: শাহীন
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান
দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ, ফেনী

মোছা: রোকসানা আক্তার
উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদ, ফেনী

❖ কারিগরি সহযোগিতায়

মো: ইসমাইল হোসেন
উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প(ইউজিডিপি)

❖ সার্বিক সহযোগিতায়

টেকনিক্যাল গ্রুপ অফ প্ল্যানিং (টিজিপি)

❖ প্রকাশনা, পরিকল্পনা ও গ্রন্থনায়

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
প্রকল্প বাছাই কমিটি

❖ প্রকাশকাল

সূচিপত্র

ক্র:নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাণী ও সম্পাদকীয়	
২	উপজেলার মানচিত্র	
৩	ভূমিকা ও উপজেলার পটভূমি	
৪	উপজেলা পরিষদের অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ	
৫	জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	
৬	বাজেট সার সংক্ষেপ	
৭	খাত ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	
৮	বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ)	
৯	রূপকল্প বিবরণী এবং খাত ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট	
১০	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	
১১	পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	

দাগনভূঞা উপজেলার মানচিত্র

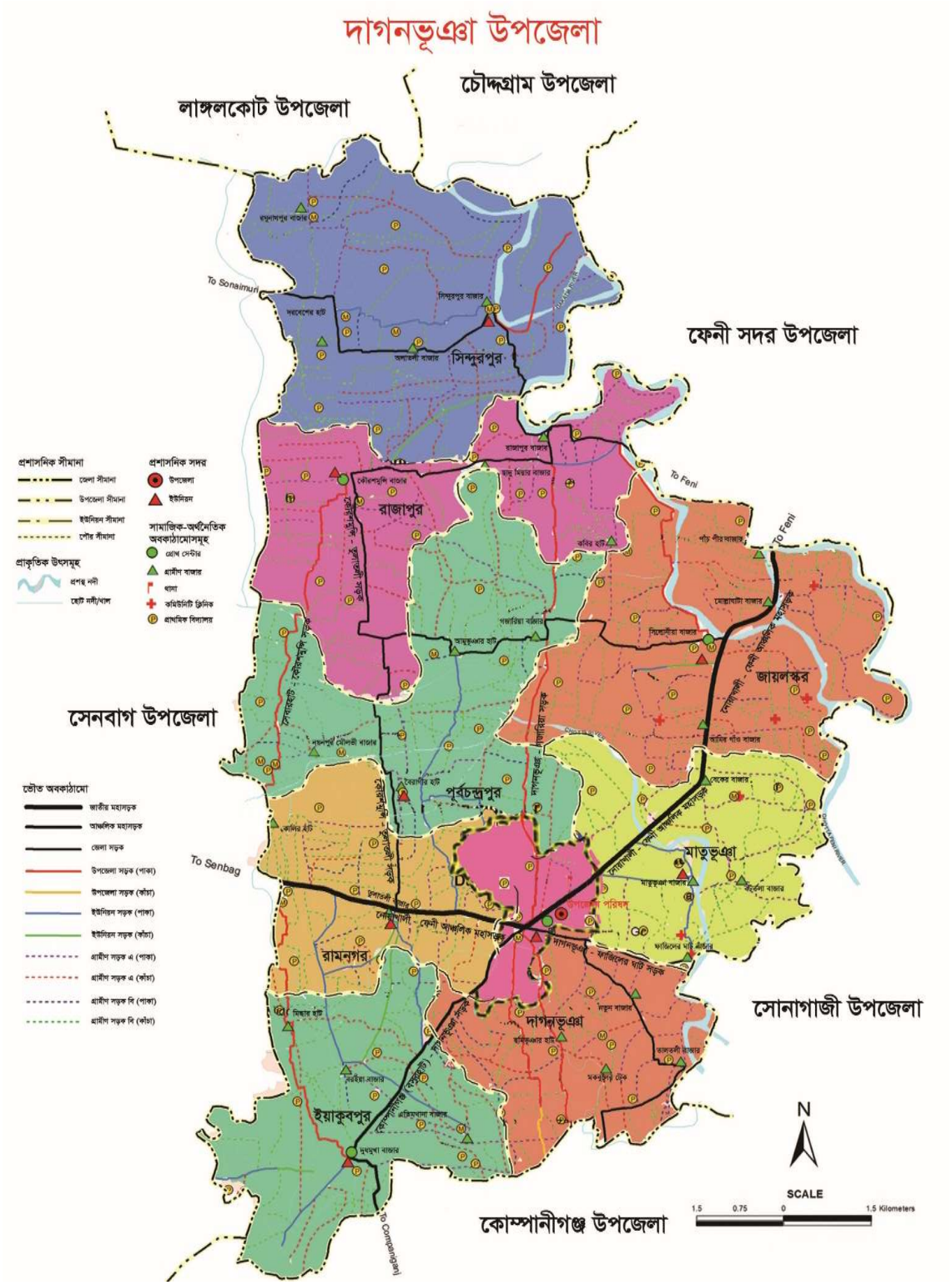

ভূমিকা ও উপজেলার পটভূমি

ভূমিকা

সাধারণভাবে পরিকল্পনা বলতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মপদ্ধতিকে বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা, বার্ষিক পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলাসমূহের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মূলত পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়। কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারণ করার সুবিধার্থে এটা করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্যে কোন কাজ কোন সময়ে করা হবে বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্দ্ধমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বেলকুচি উপজেলার খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

উপজেলার পরিচিতি ও ঐতিহ্য

ভৌগোলিক পরিচিতি

ফেনী জেলা সদর হতে ১৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে পশ্চিম দিকে উপজেলার অবস্থান। দাগনভূঞা উপজেলাটি ২৪'১৩' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪'২২' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯'৩৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯'৪৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পযর্ন্ত বিস্তৃত। মূলতঃ ফেনী নদী বাহিত পলল দ্বারা এ ভূমি গঠিত। এই উপজেলার দক্ষিণে সোনাগাজী উপজেলা, পূর্বে ফেনী সদও এবং পশ্চিমে নোয়াখালীর সেনবাগ।এ উপজেলার উপর দিয়ে ফেনী ছোট নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

এই উপজেলায় ভাষা শহীদ আবদুস সালাম এর বাড়ি। উপজেলা মাতুভূঞা ইউনিয়নের ছোট ফেনী নদীর পাশে তাঁর বাড়ি। বর্তমানে তাহার নামানুসারে তাঁর জন্মস্থানের নাম করা হয়েছে সালাম নগর।

দাগনভূঞা উপজেলার ইউনিয়নসমূহ

দাগনভুঞা উপজেলায় মোট ০৮ টি ইউনিয়ন রয়েছে।

১	দাগনভূঞা সদর ইউনিয়ন পরিষদ
২	রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
৩	মাতুভুঞা ইউনিয়ন পরিষদ
৪	রামনগর ইউনিয়ন পরিষদ
৫	ইয়াকুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
৬	জায়লস্কর ইউনিয়ন পরিষদ
৭	পূর্বচন্দ্রপুর ইউনিয়ন পরিষদ
৮	সিন্দুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ

জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

৮ টি ইউনিয়ন এবং ১ টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত দাগনভূঞা উপজেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী) ১৬৬৯.৭৭ জন। আয়তনের দিক থেকে এটি ফেনী জেলার অন্যতম বৃহৎ একটি উপজেলা। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী/ গণ অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারী সেবা জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বিষয়	পরিমাণ/ সংখ্যা	উৎস/ বছর
উপজেলার রুপরেখা		
আয়তন	১৬৫.৮৪ বর্গ কিমি	(উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)
জনসংখ্যা	২৭৬৯১৫ জন (প্রায়)	আদম শুমারি ২০১১ (উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)
খানা/পরিবার	৭৪,৪৫০ টি	উপজেলা পরিষদ
প্রতিবন্দি জনসংখ্যা		
ভোটার সংখ্যা	১,৯৬,২৩৯ জন	
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১৬৬৯.৭৭ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	আদম শুমারি ২০১১ (উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস)
পৌরসভার সংখ্যা	১ টি	উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়নের সংখ্যা	৮ টি	উপজেলা পরিষদ
গ্রামের সংখ্যা	১৫২ টি	উপজেলা পরিষদ
হাট-বাজার	২০	উপজেলা পরিষদ
প্রজনন কেন্দ্র/ গ্রোথ সেন্টার		উপজেলা পরিষদ
হাসপাতাল	০১	উপজেলা পরিষদ
উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র/কমিউনিটি ক্লিনিক	০৮ টি	উপজেলা পরিষদ
ব্যাংকের শাখা	১৫ টি	উপজেলা পরিষদ
ডাকঘর	০১	উপজেলা পরিষদ
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০২ টি	উপজেলা পরিষদ
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫ টি	উপজেলা পরিষদ
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	০৪ টি	উপজেলা পরিষদ
কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১	উপজেলা পরিষদ
গণ শৌচাগার	০৪	উপজেলা পরিষদ
মসজিদ	৮০০ টি	উপজেলা পরিষদ
মন্দির	৩৫ টি	উপজেলা পরিষদ

কবরস্থান	৩০০ টি	উপজেলা পরিষদ	
নৌকার ঘাট	০০	উপজেলা পরিষদ	
পোস্ট অফিস	১৮ টি	উপজেলা পরিষদ	
পাঠাগার	০১	উপজেলা পরিষদ	
পার্ক/ উন্মুক্ত স্থান		উপজেলা পরিষদ	
পুকুরের সংখ্যা	৪৫৬০ টি	উপজেলা পরিষদ	
নদীর সংখ্যা	০১ টি	উপজেলা পরিষদ	
এসডিজি'র গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহ এবং টার্গেটসমূহ	**জাতীয় পর্যায়ে বেসলাইন তথ্য (বছর)**	**উপজেলার সর্বশেষ তথ্য (বছর)**	**২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা**
১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১, টার্গেট ১.২)	২৪.৩% (বিশ্বব্যাংক, ২০১৬)		৯.৭%
২.২.২ পাঁচ (৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (%) (এসডিজি ২, টার্গেট ২.২)	১৪.৩% (BDHS, ২০১৫)		<৫%
৩.১.১ মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ শিশুর জন্য) (এসডিজি ৩, টার্গেট ৩.১)	১৮১ (SVRS, ২০১৫)		৭০
৪.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীর হার (সরকারি হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সের সময়) (%) (এসডিজি ৪, টার্গেট ৪.২)	৩৯% (SPSC, ২০১৫)		১০০%
৫.৫.১ স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধিত্বকারী নারী প্রতিনিধির পরিমাণ (%) (এসডিজি ৫, টার্গেট ৫.৫)	২৩% (স্থানীয় সরকার বিভাগ, ২০১৬)		৩৩%
৬.১.১ নিরাপদ পানীয় জল ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৬, টার্গেট ৬.১)	৪২.৬%, (MICS, ২০১৯)		১০০%
৭.১.১ বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত (%) (এসডিজি ৭, টার্গেট ৭.১)	৭৮% (SVRS, ২০১৮)		১০০%
৮.৬.১ ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বা প্রশিক্ষণে না থাকা যুবকের পরিমাণ (%) (এসডিজি ৮, টার্গেট ৮.৬)	২৮.৮৮% (QLFS, ২০১৫-১৬)		৩%
৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত	2G- ৯৯% 4G- ৭১%		2G, 3G- ১০০%, 4G চালু হয়েছে ২০১৮ সালে
ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার			
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী পরিবার (%)			

খাত ভিত্তিক সমস্যা নির্ধারণ পূর্বক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

উপজেলার পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার অংশ হিসেবে প্রথমেই উপজেলায় বিদ্যমান বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর থেকে বিভিন্ন সমস্যা, সেই সমস্যাগুলো নিরসনে ইতিমধ্যে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আরো কি ধরনের উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে উপজেলার জনগণকে এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ করা যেতে পারে তার একটি চিত্র দেখা যায়। বেলকুচি উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরেই সমস্যা বিদ্যমান যার মধ্যে যোগাযোগ এবং ভৌত খাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা বিদ্যমান, এর পরেই রয়েছে মানব সম্পদ উন্নয়নখাত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য, এবং কৃষি ক্ষেত্রে মানুষ বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পর, উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় এই সকল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করাহয়। সকল অংশীজন (উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উল্লিখিত সমস্যা গুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এই সভায় Need based assessment বা **'চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়ন'** এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে ৫টি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। যে সকল সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার নিরসন করতে পারে তা এই লক্ষ্য নির্ধারনের সময় আবশ্যিক ভাবে খেয়াল রাখা হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) এর লক্ষ্য হিসেবে যোগাযোগ এবং ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি খাতগুলোকে নির্বাচিত করা হয়। মূলতঃ এই খাতগুলোর সমস্যা নিরসন করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ১৭ টি হস্তান্তরিত বিভাগের সমস্যাই ক্রমান্বয় হ্রাস পাবে।

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
কৃষি	জমির উর্বরতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।	সমগ্র দাগনভূঞা উপজেলা	৭৬৬৭ হেঃ জমি	নিবিড় শস্য চাষ ও অসম মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং জৈব সারের অপ্রতুল প্রয়োগ।	উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্বল্প পরিসরে সুবিধাভোগী কৃষকদের দ্বারা জৈব সার উৎপাদন ও জমিতে প্রয়োগ কার্যক্রম চলমান।	সমস্য কিছুটা হ্রাস পাবে।(৪০০০ হেঃ)	-উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জৈব কৃষির উপর কৃষক প্রশিক্ষণ ও জৈব সার তৈরির উপকরণ বিতরণ এর জন্য এডিবি ফান্ড হতে ৫ লক্ষ টাকা এ খাতে বরাদ্দ করা যেতে পারে । - ৫০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান - ৫০০ টি আদর্শ প্লট
	কৃষি জমির জলাবদ্ধতা বৃদ্ধির কারনে পতিত জমি হার বেড়ে যাচ্ছে।	রাজাপুর, দাগনভূঞা, সিন্দুরপুর, জয়লস্কর, প্রতাপপুর, দৌলতপুর, খামার কোরাইমমুন্সি, ভাঙ্গাবাড়ি, ইয়াকুবপুর।	১০০ হেঃ জমি	কৃষি জমি উপেক্ষা করে অপরিকল্পিত রাস্তা নির্মাণ ও কালভার্ট এবং পুল এর জল নিষ্কাশন পয়েন্টে বাধা	স্থানীয় কৃষকদের এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ	কালভার্ট এবং পুল এর জল নিষ্কাশন পয়েন্টে বাধা দূর করা	-উপজেলা পরিষদের প্রতি বছরে এডিবি ফান্ড হতে ১০ লক্ষ টাকা এ খাতে বরাদ্দ করা যেতে পারে । -খাল খনন/আরসিসি ড্রেন নির্মাণ -ব্রীজ/কালভাট তৈরী
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	অনলাইন ক্লাস ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাস যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করার কারনে শিক্ষার্থিরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	দাগভূঞা উপজেলার ০৮টি ইউনিয়ন	২৭টি বিদ্যালয় ০৭টি মাদ্রাসার ১৫০০০ জন শিক্ষক/ শিক্ষার্থী	- শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব - মাল্টিমিডিয়ার অভাব - শিক্ষক/শিক্ষার্থীর ডিজিটাল ডিভাইজের স্বল্পতা -ইন্টারনেটের অধিক মূল্য -নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ এর অভাব	উপবৃত্তি প্রকল্প	৫% অনুপস্থিতির হার অবশিষ্ট থাকবে	১. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া স্থাপন। ২. শিক্ষকগণের অনলাইন ক্লাস গ্রহনের প্রশিক্ষণ। ৩. নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ৪. প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট ব্যবস্থা। ৫. নিরাপদ পানীয় ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ৬. উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করা
যোগাযোগ	স্থানীয় জনগন স্কুল, কলেজ,	উপজেলার ০৮ টি	১। বিভিন্ন	- পর্যাপ্ত রাস্তা, ব্রিজ, ঘাটলা,	- আইআরআইডিপি-৩ প্রকল্প	৫০ কি মি রাস্তা, ২	উপজেলা পরিষদ আগামী

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
ও ভৌত অবকাঠামো	হাসপাতাল, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে সহজে যাতায়াত করতে পারে না।	ইউনিয়ন	ইউনিয়নের ১০০ কি মি রাস্তা (৩০ কিলোমিটার মেরামত এবং ৭০ কিলোমিটার নির্মাণ) ২। ২ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ৩। ৫ টি ব্রিজ ৪। ১০ টি কালভার্ট ৫। ৫ ঘাটলা	গাইড ওয়াল এবং কালভার্ট এর অভাব। - অনেক রাস্তা নিম্নভূমি এলাকায় অবস্থিত, যা বৃষ্টির সময় বন্যার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়। - কাঁচা রাস্তা	১৫ কি মি রাস্তা নির্মাণ করবে (এইচবিবি, ব্রিক সোলিং) - আইআরআইডিপি-২ প্রকল্প ১২ কি মি রাস্তা নির্মাণ করবে (এইচবিবি, ব্রিক সোলিং) - জিওবিএম প্রকল্প ২০ কি মি রাস্তা নির্মাণ করবে। - এলজিএসপি'র আওতায় ২ কিলোমিটার রাস্ড়া নির্মাণ হবে। - এলজিএডি'র অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ টি ব্রিজ, ৫ টি কালভার্ট, ১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ও টি ৩ ঘাটলা নির্মান হবে।	টি ব্রিজ, ৫ টি কালভার্ট, ১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ও ২ টি ঘাটলা নির্মাণ অসমাপ্ত রয়ে যাবে।	২০১৯-২৪ পাঁচ বছরে ৬০ কি মি রাস্তা, ৪ টি ব্রিজ, ৫ টি কালভার্ট, ১ কিলোমিটার গাইড ওয়াল ও ১০ টি ঘাটলা নির্মাণ করবে।
প্রাথমিক শিক্ষা	শিক্ষার গুনগতমান যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।	দাগভূঞা উপজেলা	৮৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩২৫০০ জন শিক্ষার্থী।	- শিক্ষক/শিক্ষিকা গণের কম্পিউটার ও মালটিমিডিয়া পরিচালনার দক্ষতার অভাব।	বর্তমান কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেই।	১৫৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে	কর্মরত ৮২৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ৪০০ জন শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ
	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়েল উপস্থিতির হার দিন দিন কমে যাচ্ছে।	দাগভূঞা উপজেলায় ০৮টি ইউনিয় ও ১টি পৌরসভা	৮৪টি স্কুলের শিক্ষাথী	- করোনাকালীন দীর্ঘদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় - দরিদ্রতা - বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি	-উপবৃত্তি প্রকল্প হতে মাসে ১০০/-টাকা পেয়ে থাকে যা অতিনগন্য। -উপজেলা প্রশাসনের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম চলমান আছে।	অনুপস্থিতি ১৫% অবশিষ্ট থাকবে।	১.উপবৃত্তির হার বাড়াতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট অব্যাহত করতে হবে। ২. বসার জন্য পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ ,বেঞ্চ ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা
	বিদুৎ সুবিধা না থাকার কারনে	দাগভূঞা	৬টি বিদ্যালয়ের	বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই।	বর্তমানে এ ধরণের কোন	সমস্যা বিদ্যমান	বিদ্যালয়গুলতে বিদ্যুৎ অথবা

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
	পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। (শিক্ষার্থীরা অন্ধকারে দেখতে পায়না)	উপজেলায় কোরইশমুন্সি সপ্রাবি, রাজাপুর,সপ্রাবি, দরবেশেরহাট সপ্রাবি, প্রতাপপুর সপ্রাবি, ছোটধুল সপ্রাবি, ও চাদপুর নগর সপ্রাবি।	শিক্ষার্থীরা।		প্রকল্প অত্র অফিসে নেই।	থেকে যাবে।	সোলার লাইটের ব্যবস্থ করতে হবে।
সমাজসেবা	প্রতিবনন্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যহত হচ্ছে।	দাগভূঞা উপজেলার ০৮টি ইউনিয়ন।	বিভিন্ন বয়সের মানুষ	১. বাল্য বিবাহ ২. দরিদ্রতা ৩. পুষ্টিহীনতা ৪. অসচেতনতা ৫. সঠিক সময়ে চিকিৎসার অভাব ৬. রাসায়নিক বর্জ্যের প্রভাব।	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মিত জরিপ কার্যক্রম ও প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।	প্রতিবন্ধীতার সংখ্যা ও তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪০০ (চারশত) টি হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে। ২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০০ (একশত) টি ডিজিটাল সাদা ছড়ি। ৩.শ্রবন প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০০ (দইশত) টি ডিজিটাল হেয়ারিং এইড মেশিন প্রদান করতে হবে। ৪. দুস্থ ও মৃদু প্রতিবন্ধি ৫০০ জনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা
সমবায়	সমবায়ীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় সদস্যগন উপার্জনে সক্ষম হয় না।	দাগভূঞা উপজেলা	উপজেলা সমবায় কার্যালয় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির উপযুক্ত ১ লক্ষ সদস্য।	১) প্রান্তীক পর্যায়ের বেকার জনগোষ্ঠি কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে সমবায়ের মাধ্যমে আয়/উপার্জনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে। ২) সদস্যদের অভিজ্ঞতা না থাকায় সমিতি করলেও আয় উপার্জনের তেমন কোন পথ তৈরী করতে পারে না।	বর্তমানে দাগনভঞা উপজেলায় সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আয় বর্ধক মূলক কোন প্রকল্প চালু নেই। তবে খুব সীমিত সংখ্যক সদস্যকে কোটবাড়ী, কুমিল্লা ও নওগাতে প্রেরণ পূর্বক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।	পদক্ষেপ গ্রহন করা নাহলে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। দাগনভঞা উপজেলার বেকার জনগোষ্ঠির উপযুক্ত শ্রম শক্তি থাকা সত্তেও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের অভাবে জীবন জিবীকায়	সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে নিম্ন লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ১) আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ ১০০০ জন ২) গাভী ও ষাড় পালন-৪০০জন ৩) মোবাইল সার্ভিসিং৮০ জন ৪) ব্লক ও বাটিক ১০০ জন ৫) টেইলারিং ১০০ জন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
				৩) সদস্যদের শ্রম শক্তি থাকা সত্তেও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে নিজেকে বা সমিতিকে আর্থিক ভাবে লাভবান করতে পারে না।		অনেক পিছিয়ে থাকবে।	৬) ইলেকট্রিক্যাল ৫০ জন ৭) কম্পিউটার ৩০০ জন ৮) বিউটিফিকেশন ৫০ জন
জনস্বাস্থ্য	জনগনকে নিরাপদ স্যানিটেশন কভারেজ এর আওতায় আনা যাচ্ছে না।	দাগভূঞা উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন।	১,২২,৫০০ জন ভুক্তভোগী	১। দরিদ্রতা ২। স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব/অসচেতনতা ৩। বন্যা ৪। নদী ভাঙ্গন	এডিপি-র বরাদ্দকৃত তহবিল দ্বারা স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী ও স্থাপন।	১,২২,৫০০ জন ভুক্তভোগই অবশিষ্ট থেকে যাবে।	১। স্যানিটেশন জরীপ পরিচালনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরী করণ ও ব্যবস্থা গ্রহন। ২। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার আওতা বাড়ানো ও শিক্ষা প্রদান। ৩। বন্যা ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন। ৪। দ্বারিদ্রতা দুরীকরনে জনগনকে নানা ধরনের কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানসহ আর্থিক সহযোগীতা করা। ৫.বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ওয়াশব্লক নির্মাণ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
	জনগনকে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ এর আওতায় আনা যাচ্ছে না।	দাগভূঞা উপজেলার ০৮টি ইউনিয়ন	প্রায় ২,৫০,০০০জন ভুক্তভোগী	১) পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রনসহ বিভিন্ন ধাতব/খনিজ পদার্থের উপস্থিতি ২) গ্রাউন্ড ওয়াটার এর উপর নির্ভরশীলতা বেশী।	এডিপি-র বরাদ্দকৃত তহবিল দ্বারা আর্সেনিক ও আয়রন রিমোভাল প্লান্ট তৈরী/স্থাপন।	২,০০,০০০জন ভুক্তভোগী।	১) ১০০% পানির উৎসের পানির বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরীকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহন। ২) সারফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করণ। ৩) স্বাস্থ্য শিক্ষার আওতা বাড়ানো ও শিক্ষা প্রদান।
যুব উন্নয়ন	বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।	দাগভূঞা উপজেলায় ০৮টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা	প্রায় ৫০,০০০জন বেকার যুবা।	১। যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা। ২। কোভিড-১৯ কারনে বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে অনেক জনবল চাকুরীচূত হওয়া। ৩। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকা। ৪। অত্র উপজেলাটি তাঁত সমৃদ্ধ এলাকা, কোভিড ১৯ কারনে তাঁতীদের ব্যবসার মন্দা হওয়ার কারনে তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের কর্মসংস্থান না থাকা ।	অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে যাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।	দিনের পর দিন বেকারত্ব বৃদ্ধি পাবে।	বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক যুগপোযোগী ও মানসম্মত ভাতাসহ প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করছি। যেমন- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ, ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ ।
প্রানীসম্পদ	গো- খাদ্যের ও পোল্ট্রি খাবারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং তড়কা রোগের ফ্রি ভ্যাক্সিনেশনের অভাব।	দাগভূঞা উপজেলায় ০৮টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা।	২০১৯ সালের শেষ থেকে এ পর্যন্ত।	-করনা মহামারী -ডিলারদের সিন্ডিকেট -উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি।	- খামারিদের সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ - এনইটিপি'র আওতায় খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, টীকা প্রদাণ ক্যাম্পেইন পরিচালনা, বন্ধ্যাত্ব	সমস্যা কিছটা হ্রাস পাবে।	-উপজেলা পরিষদ হতে তড়কা রোগের ফ্রি ভ্যাক্সিনেশন, কৃমিনাশক বিতরণ ও প্রশিক্ষনের জন্য বরাদ্ধ প্রয়োজন। -উপজেলা প্রশাসন হতে গো-

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
					দূরীকরণ ক্যাম্পেইন ও বিভিন্ন প্রদর্শনী করা।		খাদ্য ও পোল্ট্রি খাদ্যের দোকান তদারকি।
পল্লী উন্নয়ন	সদস্যদের সমবায়ী মনভাব দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।	দাগভূঞা উপজেলায় ০৮টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা।	২৬৮ টি দল/ সমিতি ১৩৬০ জন সদস্য।	সমবায়ী মনভাব হ্রাস, দারিদ্রতা, বাল্যবিবাহ, সচেতনতার অভাব, সেবামূল্যের পরিমাণ বেশি, সঞ্চয় জমার হার বেশি।	-পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বনির্ভর সমৃদ্ধ পল্লীর উন্নয়ন। -বিভিন্ন কর্মসূচির (আবর্তক, সবাদিক, পল্লিপ্রগতি কর্মসূচি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা) মাধ্যমে ঋণ প্রদান। -দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি। - অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)।	বেকার সমস্যা কিছুটা কমবে এবং আত্মকর্মসংস্থান বাড়বে।	আরও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তৈরি এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।যেমন- ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ, ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ, তৈরী প্রশিক্ষণ, গরু ও ছাগল পালন প্রশিক্ষণ প্রদান । কৃষির উন্নয়নের জন্য ড্রেন নির্মাণ ।
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	অবসরত্তর ছুটিতে যাওয়ায় দিন দিন কর্মী সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে।	দাগভূঞা উপজেলায় ০৮টি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা।	২৬ টি শুন্য পদ বিদ্যমান।	-বয়স জনিত কারনে পি আর এল এ গমন। -শুন্য পদের তুলনায় নিয়োগের সংখ্যা খুবই কম। -২৪/৭ ডেলিভেরি কেন্দ্রের উন্নয়ন ও মেরামত প্রয়োজন	কর্মী শুন্য এলাকায় পার্শ্ববর্তী ইউনিটে কমরত কর্মীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিভাগীয় অগ্রগতি চলমান রাখা হয়েছে।	সমস্যা বিদ্যমান থেকে যাবে।	১. কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ২. ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগঠিত মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা। ৩. স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রোজেক্টের ব্যবস্থা করা।

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক বা চলমান অথবা পরিকল্পিত কার্যক্রম	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/স্থিতি	কারণ			
							৪.নরমাল ডেলিভেরি কেন্দ্রের মেরামতসহ আধুনিকায়নের জন্য যন্ত্রপাতি সহ আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা ।
মৎস্য খাত	বন্যা প্রবণ এলাকার মৎস্য চাষিরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	রামনগর, দাগভূঞা সদর, রাজাপুর, মাতুভূঞা ইউনিয়ন ও পৌরসভা।	১৪০০ মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবী।	১। নিচু জমি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এছাড়াও পুকুরের পাশে দুগ্ধ খামার নির্মানের কারনে মাছ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে। ২। সচেতনতার অভাব, মা মাছের অবৈধ, মা মাছের অবৈধ বাণিজ্য বৃদ্ধি, যথাযথ পরিবিক্ষণের অভাব, জনবল ও তহবিলের অভাবে কারনে প্রজননকালিন সময়ে মা মাছের নিধন।	শুধুমাত্র রাজস্ব খাত থেকে আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর ২০,০০০/- টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়, যার দ্বারা উপজেলার মৎস্য খাতের পরিবীক্ষণ করা অসম্ভব।	১৫০০ জন মৎস্যজীবীর জীবিকা ব্যহত হবে।	১। উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। ২। যারা পুকুরের পাশে খামার নির্মাণ করেছে এমন খামারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়াসহ ক্ষতিপূরণ ও জরুরী তহবিল প্রদান করার জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে প্রকল্প নিতে হবে।

৫ বছরের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২০২৪)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরকে ভিত্তি ধরে ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট নিরুপণ করা হয়েছে । এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এর বরাদ্দ দাড়ায় ৪১০০০০০০ টাকা, ইউজিডিপি এর বরাদ্দ দাড়ায় ২,৫০,০০০০০ টাকা, স্থানীয় ভাবে আহরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত) এর বরাদ্দ দাড়ায় ৫১,০০০০০ টাকা । একই ভাবে বাজেটের অন্যান্য অর্থায়নের উৎস যেমন জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তর সমুহের বাজেট, পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি, জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত), উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প, এনজিও ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত ।

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (টাকা) (অর্থবছর ২০১৯-২০)	৫ বছরের বাজেট (বার্ষিক বরাদ্দ*৫)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৮১,০০০০০	৪৫০০০০০০
২	বিশেষ কর্মসূচির (ইউজিডিপি) মঞ্জুরি	৫০,০০০০০	২,৫০,০০০০০
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	১২,০০০০০	৬০,০০০০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	৬,২৫,০০০০০	৩১২৫,০০০০০
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	২৫,০০০০০	১,২৫০০০০০
৬	জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	৩০,০০০০০	১৫০,০০০০০
৭	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এলজিএসপি ৩)	১,৪৬,২৪৫০০	৭,৩১,২২৫০০
৮	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৯০,৩৬৫৯০	৪৫১৮২৯৫০
৯	এনজিও	৪০১০৫৬০	২০০৫২৮০০

সম্পদের চিত্রায়ণ

বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ণ)

দাগনভঞা উপজেলায় এলজিইডি, কৃষি, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলা বিষয়ক, জনস্বাস্থ্য (ডিপিএইচই), বন, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা দপ্তরের বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে। এ সকল প্রকল্প উপজেলার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা/ প্রকল্প				
এলজিইডি	জিওবিএম	• গ্রামীণ সড়ক ও কালভার্ট মেরামত প্রোগ্রাম। এটি একটি বার্ষিক প্রোগ্রাম। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - দাগভূঞা উপজেলার সব নাগরিক।	দাগভূঞা উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং উপজেলার রাস্তা	এটি একটি বার্ষিক প্রকল্প।
	সিআইবি	• গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- দাগভূঞা উপজেলার সব নাগরিক।	দাগভূঞা উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং উপজেলার রাস্তা	২০২৩ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	এফডিআর	• গ্রামীণ সড়ক (যা বন্যা ও দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল) অবকাঠামো পুনর্বাসনের প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - বেলকুচি উপজেলার সব নাগরিক।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	টিইউএলও	• ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারা দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - দাগনভূঞা উপজেলার সব নাগরিক।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	এনবিআইডিজিপিএস	• প্রযয়োজন ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		• অভীষ্ট জনগোষ্ঠী - দাগভূঞা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মী।		
	এনবিআইডিএনএনজিপিএস	• নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রযয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- দাগভূঞা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মী।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২৪ সালে সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।
	পিইডিপি-৪	• চতুর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প। • অভীষ্ট জনগোষ্ঠী- দাগভূঞা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মী।	দাগভূঞা উপজেলা	চলমান।
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন	অভীষ্ঠ গোষ্ঠী-দাগভূঞা উপজেলার সকল কৃষক। উন্নত জাত ও সর্বশেষ উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগঠিত কৃষক দলের সদস্যদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রদর্শনী ও ফলোআপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মাঠ দিবস ও প্রতিবেশি অনগ্রসর কৃষকদের মাঝে বীজ বিনিময় যা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।	দাগভূঞা উপজেলা	২০১৫-১৬ অর্থ বছর হতে চলমান।
	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ-২ (এনএটিপি-২)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩০জন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিটি ইউনিয়নে ১০টি করে কৃষক দল সংঘটিত করা হয়েছে। যারা সমবায় অধিদপ্তর এর অধীন নিবন্ধিত হয়ে সঞ্চয়মূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করছে, এতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।	দাগভূঞা উপজেলা	০১ অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।
	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প।	কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কাছে কৃষি আবহাওয়া, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রতিটি ইউনিয়নে অটোমেটিক	দাগভূঞা উপজেলা	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		রেইনগজ স্থাপন, আবহাওয়ার তথ্য সম্বলিত ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে কৃষকরা স্থানীয় কলা কৌশলের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলা করে ফসলহানি ও জীবন রক্ষায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।		
	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বীজ উদ্যোক্তা বা বীজ এস. এম. ই গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এস. এম. ই কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র বীজ শিল্প স্থাপন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	দাগভূঞা উপজেলা	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প।	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ সরবরাহ করার লক্ষ্যে বীজ উদ্যোক্তা বা বীজ এস. এম. ই গড়ে তোলা, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ঘাটতি পূরণ ও আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এস. এম. ই কৃষকদের বীজ উৎপাদন ও বীজ ব্যবসার লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র বীজ শিল্প স্থাপন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র নারীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	দাগভূঞা উপজেলা	০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ও উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণসহ আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	দাগভূঞা উপজেলা	জানুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত।
	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার	কৃষি খাতে দিন দিন শ্রমিক স্বল্পতা লাঘবে কৃষি উৎপাদন	দাগভূঞা উপজেলা	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
	মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প।	ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৫০% ভর্তুকিতে কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ।		
	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প|	তেলজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদী তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের (সরিষা, তিল, সূর্যমুখি, চীনাবাদাম, সয়াবিন) আবাদী এলাকা ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর (ডিএই: ২০১৭-১৮) থেকে ১৫-২০% বৃদ্ধি করা।	দাগভূঞা উপজেলা	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প|	নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা , প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের কারিগরি দক্ষতা এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করে কৃষক, শ্রমিক ও ভোক্তার শারীরিক-মানষিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমানিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা, প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে মহিলাদের সম্প্রক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ ও গুনগত মানসম্পন্ন ফসল উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্দি এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা।	দাগভূঞা উপজেলা	অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প।	উপকারভোগী কৃষকগণ অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।	দাগভূঞা উপজেলা	জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
	কৃষি প্রণোদনা/পুনর্বাসন।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের অগ্রধার দিয়ে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।	দাগভূঞা উপজেলা	প্রতি বছর।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
প্রাথমীক শিক্ষা	পাঠদানের মান বৃদ্ধি করা।	শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষনগহণের মাধ্যমে পাঠের মান বৃদ্ধি করে।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ জানা নেই।
	ক্ষুদ্র মেরামত।	৬০টি বিদ্যালয় ক্ষুদ্রমেরামতের মাধ্যমে বিদ্যালয় আর্কষনীয় করা।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২০২৩ অর্থ বৎসরের বরাদ্দ জানা নেই।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	উপবৃত্তি	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র মেধা শিক্ষার্থী।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছর টাকার পরিমান প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত হারে।
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	দাগভূঞা উপজেলার কামার, কুমার, নাপিত, জুতা প্রস্ড়ুতকারী, বাঁশ বেত পণ্যতৈরী, নকশী কাথা প্রস্ড়ুতকারী, শীতলপাটি ও শতরঞ্জির সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২২ অর্থবছরে সম্ভাব্য অর্থের পরিমান ৮,০০,০০০ (তিন লক্ষ টাকা মাত্র)।
উপজেলা সমবায় কার্যালয়	সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আয় বর্ধক মূলক প্রকল্প।	সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আয় বর্ধক মূলক প্রকল্প সমবায়ীদের সমবায়ীদের আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উপকরণ প্রদান অভীষ্ঠ গোষ্ঠী-দাগভূঞা উপজেলার সমবায়ী।	দাগভূঞা উপজেলা	মেয়াদ-৫ বছর ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্ভাব্য অর্থের পরিমান ৫,০০,০০০ (৫ লক্ষ টাকা মাত্র)।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	বিভিন্ন ইউনিয়নে নিরাপদ পানি সরবরাহ।	দাগভূঞা উপজেলার অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ এর আওতায় নিয়ে আসা।	দাগভূঞা উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৫ বছর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমান ঃ ৭,৫০,০০০/- (আনুমানিক)।
	বিভিন্ন ইউনিয়নে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন।	দাগভূঞা উপজেলার অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ স্যানিটেশন কভারেজ এর আওতায় নিয়ে আসা।	দাগভূঞা উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৫ বছর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-
প্রানীসম্পদ	জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রোগ্রাম-২ (এনএটিপি-২)	খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, টীকা প্রদাণ ক্যাম্পেইন পরিচালনা, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ ক্যাম্পেইন ও বিভিন্ন প্রদর্শনী করা।	দাগভূঞা উপজেলা	প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ৫ বছর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমান ঃ

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
		অভীষ্ট জনগোষ্ঠীঃ দাগভূঞা উপজেলার প্রানীসম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সকল খামারি।		৬২৯৫৪০/-
মৎস্য	জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রোগ্রাম-২ (এনএটিপি-২)	প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রদর্শনী করা। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: দাগভূঞা উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	দাগভূঞা উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ১২,০০,০০০/- টাকা।
	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	প্যাকেজ ভিত্তিক প্রদর্শনি স্থাপন ও সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: দাগভূঞা উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	দাগভূঞা উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ১০,৫০,০০০/- টাকা
	রাজশাহী বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। উন্নত প্রযুক্তির বা প্রযুক্তি সহায়ক প্রদর্শনির স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	উন্নত প্রযুক্তির বা প্রযুক্তি সহায়ক প্রদর্শনির স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: দাগভূঞা উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	দাগভূঞা উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ৭,৫০,০০০/- টাকা।
	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বিকল্প কর্মসংস্থান।	আইন বাস্তবায়ন ও সচেতনতামূলক সভা আয়োজনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বিকল্প কর্মসংস্থান। অভীষ্ঠ গোষ্ঠী: দাগভূঞা উপজেলার সকল মৎস্যজীবী এবং এই খাতের সংশ্লিষ্ট সবাই।	দাগভূঞা উপজেলা	৫ বছরের প্রকল্পঃ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমানঃ ৩০,০০,০০০/- টাকা।
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা	১। উপ সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার্	মা সমাবেশ, কিশোর কিশোরীর সেবা, স্কুল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের নিয়ে সমাবেশ।	দাগনভঞা উপজেলার ইউনিয়ন ও স্কুলসমূহ।	প্রকল্পের মেয়াদঃ ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত।

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
কার্যালয়	২। পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শ। ৩। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা। ৪। পরিবার কল্যাণ সহকারী।			
পল্লী উন্নয়ন	বিভিন্ন কর্মসূচির (আবর্তক, সবাদিক, পল্লিপ্রগতি কর্মসূচি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা) মাধ্যমে ঋণ প্রদান।	পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য আবর্তক, সবাদিক, পল্লিপ্রগতি কর্মসূচি, অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা ঋণ কার্যক্রম। ২০০৪ সালে শুরু হয়ে অদ্যবদি চলোমান আছে।	দাগভূঞা উপজেলা	২০০৪ সালে শুরু হয়ে অদ্যবদি চলোমান আছে।
	দরিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	এ কর্মসূচির আওতায় অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারি, প্রান্তিক চাষি ও বর্গা চাষিগন	দাগভূঞা উপজেলা	২০১৯-২০ অর্থবছরে এ ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়, ৫ বছর মেয়াদের প্রকল্প
	অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-৩)	গ্রামীন ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নমূলক ভিডিসি স্কিম বাস্তবায়ন ও মাঠের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	দাগভূঞা উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন।	চলমান।
NGO ও CSO এর প্রকল্প				
মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)				
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ' এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত রি-কল ২০২১ প্রকল্প।	লক্ষ্য: ২০২১ সালের মধ্যে চরাঞ্চলের লক্ষিত নারী, পুরুষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জলবায়ু পরির্বনের নেতিবাচক প্রভাব বা অন্যান্য চাপ মোকাবেলায় অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করবে।	দাগভূঞা উপজেলা	সেপ্টেমার ২০১৭ হতেজুন ২০২২ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ৬,৮৯৫,৬২৬/-

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভীষ্ট গোষ্ঠ ও ফলাফল সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণী	এলাকা (উপজেলা/পৌরসভার নাম)	মেয়াদ / বাজেট
সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম-সুক				
প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণকর্মসুচী	প্রশিক্ষণে মানুষের কর্মমূখী দক্ষতা সৃষ্টি হয়। সুক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন ও ঋনের সদ্যবহারে বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী প্রশিক্ষণ-যেমন: ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, সবজি চাষ।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ৪,৬০,৫৫০/- টাকা
স্বাস্থসেবা	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থসেবা উন্নয়ন প্রকল্পঃ	এলাকার দরিদ্র নারী,শিশু ও প্রতিবন্ধীদেও সধারন রোগের ঔষধ এবং শিশু ও মহিলাদেও পুষ্টি এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রন সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দানের উদ্দেশ্য প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চক্ষু সেবা ও হেলথ ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ৩,২৮,৮০০/-
দুর্যোগব্যবস্থাপনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	বন্যা পরিস্থিত পর্যবেক্ষণ প্রশিক্ষণ (স্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক, ইউপি) দুর্যোগ মহড়া দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন শীতবস্ত্র বিতরণ ও ত্রান বিতরণ।	দাগভূঞা উপজেলা	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেট ২,৭০,০০০/-
আশা				
স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য সহায়তা কর্মসূচী	আশার সদস্য। কর্মসূচীর লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে হলো গরীব, সহায় সসম্বলহীন দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী আশার সদস্যদের মধ্যে জটিল ও দুরারোগ্য ব্যধির চিকিৎসা ব্যয় হন করা মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যখাত টেকসই করনে সহায়তা করা।	দাগভূঞা উপজেলা	১ বছর (অর্থবছর) ২০২১-২০২২ মোট বরাদ্দ ৩৯৭০০০ (তিন লক্ষ্য সতানব্বই হাজার) টাকা

রূপকল্প বিবরণী এবং খাত ভিত্তিক লক্ষ্য

রূপকল্প বিবরণীঃ

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক গণমুখী শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দাগনভূঞা উপজেলার জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন।

আদর্শ অবস্থাঃ

১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

২। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৩। গণমুখী শিক্ষার বিস্তৃতি।

৪। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।

৫। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার।

৬। সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম।

খাত ভিত্তিক লক্ষ্যঃ

১। ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।

২। কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

৩। শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।

৪। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন।

৫। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৬। বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভীষ্টঃ

উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) এর জন্য ৬ টি লক্ষ্য প্রাথমিক ভাবে নির্ধারণ করে যথা: যোগাযোগ এবং ভৌত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও সামাজিক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম । এই এই খাত গুলোর লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে মোট ১৬ টি হস্তান্তরিত ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তরই উপকৃত হবে।

লক্ষ্য ১ (যোগাযোগ এবং ভৌত) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ রাস্তা নির্মাণ, গাইড ওয়াল নির্মাণ, ভবন মেরামত, মাছের সেড মেরামত, গাইড ওয়াল, টয়লেট নির্মাণ ও সোলার লাইট স্থাপন করবে।

লক্ষ্য ২ (মানব সম্পদ উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ সেলাই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত যুবমহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরার লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ যেমনঃ সেলাই প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং, মাছ চাষ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং ও তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আত্ব-কর্মসংস্থামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবমহিলা এবং যুবকদের দক্ষতা এবং আত্ব- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে কাজ করবে।

লক্ষ্য ৩ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থিদের পোষাক বিতরণ এবং স্কুলের নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করবে।

লক্ষ্য ৪ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নিশ্চিতকল্পে নলকূপ বিতরণ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ছাত্রিদের মাঝে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করবে।

লক্ষ্য ৫ (কৃষি) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, জৈব বালাইনাশক বিতরণ করবে এবং রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

লক্ষ্য ৬ (সামাজিক সচেতনতা) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ বাল্য বিবাহ রোধকল্পে দাগনভূঞা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেমিনার ও লিফলেট বিতরণ করবে।

ক্রঃ নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
১	ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন।	যোগাযোগ এবং ভৌত অবকাঠামো	১। স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (হাট বাজার, জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল) সহজে প্রবেশের লক্ষ্যে রাস্তা এবং রাস্তা সংশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও রাস্তা নির্মানঃ ক) ১০০০ মিঃ রাস্তা আর সি সি করণ করা হবে।	১। যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করা হবেঃ ক) ১০০০ মিঃ রাস্তা আর সি সি করণ। ২। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনঃ

ক্রঃ নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
			২। ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনঃ ক) রাস্তার সুরক্ষার লক্ষ্যে ৩৫০ মিঃ গাইড ওয়াল নির্মাণ করা হবে। খ) গ্রামীণ রাস্তায় জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে ৪০০ সোলার লাইট স্থাপন করা হবে। গ) ৪০ টি শ্রেনী কক্ষ মেরামত করা হবে। ঘ) ৬ টি বাজার সেট মেরামত করা হবে। ঙ) ১০ টি টয়লেট নির্মাণ করা হবে।	ক) রাস্তার সুরক্ষার লক্ষ্যে ৩৫০ মিঃ গাইড ওয়াল নির্মাণ। খ) গ্রামীণ রাস্তায় জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে ৪০০ সালার লাইট স্থাপন। গ) ৪০ টি শ্রেনী কক্ষ মেরামত। ঘ) ৬ টি বাজার সেট মেরামত। ঙ) ১০ টি টয়লেট নির্মাণ। উপরিউক্ত কাজ গুলো সম্পন্ন হলে উপজেলার ৩,৫০,০০০ মানুষ উপকৃত হবে।
২	কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।	মানব সম্পদ উন্নয়ন	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরন : ক) সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৫০০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হবে। খ) ২০০ জনকে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। গ) ১৫০ জনকে ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ঘ) ২৫০ জনকে তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ঙ) ৫০০ জনকে মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। চ) ৩০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	ক) সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের আত্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৫০০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ। খ) ২০০ জনকে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ প্রদান । গ) ১৫০ জনকে ইলেকট্রিক হাউস ওয়ারিং প্রশিক্ষণ প্রদান। ঘ) ২৫০ জনকে তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান। ঙ) ৫০০ জনকে মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান। চ) ৩০০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ২৫০০ জন বেকার যুবক/যুবতি এবং তাদের পরিবার উপকৃত হবে।
৩	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।	শিক্ষা	শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে ক) ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ করা হবে। খ) ৩০০ জন স্কাউটদের পোষাক বিতরণ করা হবে। গ) স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ২০০ সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে।	ক) ১২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সরঞ্জাম বিতরণ। খ) ৩০০ জন স্কাউটদের পোষাক বিতরণ করা হবে। গ) স্কুলের নিরাপত্তার জন্য ২০০ সিসি ক্যামেরা স্থাপন। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ২,০০০ শিক্ষার্থী।
৪	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থার	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে-	ক) ১০০০ টি নলকূপ নলকূপ স্থাপন।

ক্রঃ নং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
	উন্নয়ন।		ক) ১০০০ টি নলকূপ নলকূপ স্থাপন করা হবে। খ) ১৫টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হবে। গ) স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ছাত্রিদের মাঝে ১৫০০০ পিচ স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ করা হবে।	খ) ১৫টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন। গ) স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য ছাত্রিদের মাঝে ১৫০০০ পিচ স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ। সুফলভোগীর সংখ্যাঃ ২০,০০০ স্থানীয় জনগণ।
৫	উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন।	কৃষি	প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে- ক) ৩০০ টি স্প্রে-মেশিন বিতরণ করা হবে। খ) ১০০০০ জন কৃষককে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা হবে। গ) ১০০০ জন কৃষককে জৈব বালাইনাশক বিতরণ করা হবে। ঘ) রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ৫০০০ টি বৃক্ষ রোপণ করা হবে।	ক) ৩০০ টি স্প্রে-মেশিন বিতরণ। খ) ১০০০০ জন কৃষককে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ। গ) ১০০০ জন কৃষককে জৈব বালাইনাশক বিতরণ। ঘ) রাস্তার পার্শ্বে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ৫০০০ টি বৃক্ষ রোপণ। সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ৩০,০০০ জনগণ।
৬	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে দাগনভূঞা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেমিনার ও লিফলেট বিতরণ করবে।	সামাজিক সচেতনতা	বাল্য বিবাহ রোধকল্পে দাগনভূঞা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ২০০ টি সেমিনার ও ৫০০০০০ লিফলেট বিতরণ করবে।	২০০ টি সেমিনার ও ৫০০০০০ লিফলেট বিতরণ সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ ৫০০০০ কিশোর-কিশোরী/ জনগণ।

১০. পরিকল্পনা ফরম্যাট

দাগনভূঞা উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় সকল অংশীজনের থেকে কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রস্তাবনা আহবান করে। সকল ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণের পরে উপজেলা পরিষদের প্রকল্প বাছাই কমিটি (অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনাওস্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি এবং টিজিপিএর সহায়তায়) এডিপি এর কর্মসূচী/ প্রকল্প প্রস্তবনা দেয়ার নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মসূচি/ প্রকল্প প্রস্তাাবনা চূড়ান্ত করে। এই সকল কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্তাাবনা চূড়ান্ত করা হয় স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও অগ্রাাধিকারের ভিত্তিতে। পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনেরজন্য ২৭টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌতঅবকাঠামোতে ১২টি, শিক্ষাতে ৪টি, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্যতে ৪টি, কৃষিতে ৫টি, এবংমানবসম্পদ উন্নয়নে ২টিকর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরম্যাট (পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪

প্রকল্প বিবরণী						অবস্থান	বাস্তবায়নসূচি						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
আইঃ ট্যাঃ	কর্মসূচিকার্যক্রমের / শিরোনাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য / পরিমাণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী নারী /পুরুষ), শিশু, প্রতিবন্ধি(	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	তহবিলের উৎস	কর্মসূচি প্রস্তাবকারি
							১	২	৩	৪	৫				
১	রাস্তা সিসিকরণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ২২.৫ কি: মি: রাস্তা সিসি করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২২.৫ কি: মি:	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৪০০	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
২	রাস্তা এইচবিবি করণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ১২.৫ কি: মি: রাস্তা এইচবিবি করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	১২.৫ কি: মি:	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১৫০	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
৩	ঘাটলা/ ঘাট নির্মাণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ৬০টি ঘাটলা মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ পানি ব্যবহারের সুবিধাসহ দিঘি/পুকুর/নদীর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে।	৬০টি	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৮ টি ইউনিয়ন
৪	ব্রিক সলিং	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ২.৫	২.৫ কি: মি:	৮ টি	যোগাযোগ	৮ টি						উপজেলা	৫০	এডিপি	৮ টি

		কি: মি: রাস্তা ব্রীক সলিং করণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।		ইউনিয়নের সকল জনগণ		ইউনিয়ন					পরিষদ			ইউনিয়ন
৫	কালভার্ট নির্মাণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ২০০ টি কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২০০ টি	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৪০০	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
৬	গাইড ওয়াল নির্মাণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ২০ কি: মি: গাইড ওয়াল নির্মানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	২০ কি: মি:	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	যোগাযোগ	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	১১০	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
৭	ভবণ মেরামত	উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৬ টি ভবন মেরামত।	৮টি	৮ টি ইউনিয়নের ১,২০,০০০ জন	ভৌত অবকাঠামো	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৩০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৮ টি ইউনিয়ন
৮	গ্রীল এবং গেট নির্মাণ	উপজেলার বিভিন্ন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৮ টি গ্রীল নির্মাণ, গেট নির্মাণ- ২০ টি	গ্রীল নির্মাণ ৮ টি গেট নির্মাণ- ২০ টি	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	১৬	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
৯	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৪টি (৪কি:মি:) সীমানা প্রাচীর নির্মান।	১৪টি (৪ কি: মি:)	৬ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৩২	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
১০	গোল চত্বর	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০টি গোলচত্বর নির্মান।	১০টি	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
১১	ড্রেন নির্মাণ	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে বিভিন্ন বাজার/রাস্তা সংলগ্ন ১০টি (২ কি: মি:) ড্রেন নির্মাণ।	৮টি	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	ভৌত অবকাঠামো	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	২০	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
১২	বাইসাইকেল	গ্রামীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার্থে গ্রাম পুলিশ ও	২০০ টি	৮ টি ইউনিয়নের	যাতায়াত	৮টি ইউনিয়ন					উপজেলা	২২	এডিপি	উপজেলা

	বিতরণ	আনসার সদস্যদের মাঝে ২০০টি বাইসাইকেল বিতরণ।		২০০ জন							পরিষদ			পরিষদ
১৩	প্রশিক্ষণ	বিভিন্ন ট্রেডে ৩০টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবক এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।	৩০ টি	৮ টি ইউনিয়নের ১২০০ জন	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৮টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৩০	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
১৪	সেলাই মেশিন বিতরণ	যুবক এবং যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৬০০টি সেলাই মেশিন বিতরণ।	৬০০ টি	৮ টি ইউনিয়নের ৬০০ জন	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৮টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	২৪	এডিপি	৮ টি ইউনিয়ন
১৫	শ্রেণি কক্ষে আসবাবপত্র, শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শ্রেণি মেরামত ও নির্মাণ	২৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় আসবাবপত্র এবং শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ ও শ্রেণি কক্ষ মেরামত এবং নতুন শ্রেণি কক্ষ নির্মান।	২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮ টি ইউনিয়নের ১৬০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৮টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	২৫	এডিপি/ ইউজিডিপ	৮ টি ইউনিয়ন
১৬	ক্যাম্পেইন	শিক্ষার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদক, বাল্য বিয়ে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নির্যাতন ইভটিজিং প্রতিরোধে ৬টি ক্যাম্পেইন।	০৮টি ক্যাম্পেউন	সমগ্র উপজেলার ৬০০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	৮টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	১১.৪	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
১৭	আন্তঃ স্কুল কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫টি আন্তঃ স্কুল/ মাদ্রাসা বির্তক ও কুইজ প্রতিযোগিতা।	০৫টি কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	সমগ্র উপজেলার ৬০০০০ জন শিক্ষার্থী	শিক্ষা	সকল স্কুল/ মাদ্রাসা					উপজেলা পরিষদ	১০	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
১৮	শিক্ষাখাতের প্রশিক্ষণ	শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধি, স্কাউটদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ১২টি প্রশিক্ষন।	১২ টি	সমগ্র উপজেলার ৬০,৭৮০ জন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক	শিক্ষা	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান					উপজেলা পরিষদ	২৪	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
১৯	নিরাপদ স্যানিটেশন	নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিতকল্পে ১৫ টি ইউরেনালসহল্যাট্রিন এবং ১০ ওয়াশব্লক নির্মাণ।	৩০ টি ইউরেনাল সহল্যাট্রিন এবং ২০	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	জনস্বাস্থ্য	৮ টি ইউনিয়ন					উপজেলা পরিষদ	৮০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৮ টি ইউনিয়ন

			ওয়াশব্লক												
২০	বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নলকূপ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন	বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থার নিশ্চিত কল্পে ৩০০ টি নলকূপ প্রদান, ১০ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও ২০ টি সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।	৩০০ টি নলকূপ, ১০ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২০টি সাবমারসিবল পাম্প।	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	জনস্বাস্থ্য	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯০	এডিপি/ ইউজিডিপ	৮ টি ইউনিয়ন
২১	হুইল চেয়ার সরবরাহ	বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের মাঝে ৫০ টি হুইল চেয়ার সরবরাহ	৫০ টি হুইল চেয়ার	৮ টি ইউনিয়নের ৫০ জন	স্বাস্থ্য	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৮	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২২	স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ	স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক, স্বাস্থ্য কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ৬ টি প্রশিক্ষণ প্রদান	৮টি প্রশিক্ষণ	৮ টি ইউনিয়নের সকল জনগণ	স্বাস্থ্য	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	১২	ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
২৩	পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	কৃষি জমি হতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ২ কিঃমিঃ (১৫ টি) পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ	২ কিঃমিঃ (১৫ টি)	১৪ টি ইউনিয়নের ৫০,০০০ জন কৃষক	কৃষি	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৯৭	এডিপি/ ইউজিডিপ	৮ টি ইউনিয়ন
২৪	অভয়াশ্রম এবং বিল নার্সারি স্থাপন	মৎস্য সম্পদ খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন; ৮ টি অভয়াশ্রম স্থাপন এবং ৫ টি বিল নার্সারি স্থাপন	৮টি অভয়াশ্রম এবং ৫ টি বিল নার্সারি	৮ টি ইউনিয়নের২০০ জন মৎস্য চাষি	কৃষি	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬.৭	এডিপি/ ইউজিডিপ	উপজেলা পরিষদ
২৫	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাক্সিনেশন	১,০০,০০০ গবাদি পশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভ্যাক্সিনেশন নিশ্চিতকরণ	১,০০,০০০ ভ্যাক্সিনেশন	৮ টি ইউনিয়নের ১৫,০০০ জন খামারি	কৃষি	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা পরিষদ	৬	এডিপি	উপজেলা পরিষদ
২৭	বাজার সেড নির্মাণ	বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে মাথায় রেখে ৫ টি বাজার সেড	৫ টি বাজার সেড	৮ টি ইউনিয়নের	কৃষি	৮ টি ইউনিয়ন						উপজেলা	৫০	এডিপি/ ইউজিডি	উপজেলা

		নির্মাণ		৫০,০০০ জন ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা							পরিষদ		প	পরিষদ

পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সম্পদ ব্যবহার, এবং সেগুলোর ফলাফল পরিবীক্ষন ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি এবং প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার দায়িত্বপ্রাপ্ত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন। পরিবীক্ষণ হচ্ছে পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশ্লেষণ যা পরিমাপযোগ্য সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত/কাঙ্খিত ফলাফলের অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে।

টিজিপি'র সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলোর সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় ।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার এবং অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে এবং ডিডিএলজি অফিসে পেশ করতে হবে। ডিডিএলজি ডিএলজি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগে রিপোর্ট করবেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে এবং প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সংশোধনও করা যেতে পারে।

পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথাও ভাবতে পারে।

- বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনাসমূহ;
- অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারণ;
- স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;
- জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য; এবং
- বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা ।

উপজেলা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছালে একই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এবং পরিকল্পনা প্রস্তুতির একই রকম প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে; প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো বিবেচনায় আনতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে। যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় তবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেট তদানুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে, একটি চূড়ান্ত পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে।

চূড়ান্ত পরিবীক্ষণ / পর্যালোচনা তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচকগুলো পরিকল্পনামাফিক অর্জন করা গিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়।

যদি না হয়, তাহলে কোন বিষয়গুলো দায়ী? এই পরিকল্পনার ফলে কি শিখেছি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয়গুলো কাজ করছে আর কোনগুলো করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশ্লেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলো উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।